[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রবাসে আটকে মুক্তিপন আদায় চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

মানব পাচার ও প্রবাসে আটকে রেখে মুক্তিপনের টাকা আদায় চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ। তারা অবৈধভাবে বিদেশে মানব পাচার করে আবার প্রবাসেই তাদেরকে আটকে জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায়ের উদ্দেশ্যে মুনাফা অর্জন করে পরিবারের লোকদের কাছ থেকে মুক্তিপনের জন্য চাঁদা আদায়কারী সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য|

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সারারাত দৌলতপুর থানাধীন অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার দৌলতখালী এলাকার হাবিল সর্দারের ছেলে রেজাউল করিম হিমেল (৪০) ও দৌলতপুর মাদিয়া ত্রিমোহনী এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে পারভেজ রানা (২৭)।

শনিবার ২২ অক্টোবর বেলা ১২ টার সময় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনের মিডিয়া কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম।

এ সময় আরো জানা যায়, কুষ্টিয়া দৌলতপুর সাদিপুর এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে ইশরাক শাহরিয়ার জয়কে কম্বোডিয়া দেশে ভালো বেতনে কম্পিউটারের কাজে চাকুরী দিবে মর্মে প্রতারক চক্র আশ্বস্ত ও প্ররোচিত করে। সেখানে প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা বেতন এবং থাকা খাওয়া ও আকামাসহ যাবতীয় খরচ কোম্পানী বহন করবে মর্মে জানায়। প্রতারক চক্রের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ইশরাক শাহরিয়ার জয়ের অভিভাবকরা চলতি বছরের ২৩ মে ইং তারিখে জয়ের পিতা রেজাউল করিম হিমেলকে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রদান করলে গত ২৪ জুন ইং তারিখে তাকে বিদেশে কম্বোডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। পরে আসামীদের ৮ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলে বিভিন্ন বিকাশের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেয়। বাকী ৩ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে তারা জয়ের কাছে থাকা দুইটি মোবাইল ও নগদ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পাসপোর্ট ভিসা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় বের করে দেয়।

পরে বিষয়টি পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় কম্বোডিয়ান দূতাবাস, থাইল্যান্ড দূতাবাস এবং দুই দেশের ইমিগ্রেশন ও টিকেট বাবদ ১ লক্ষ ৭৫ টাকা খরচ করে আউট পাশ দিয়ে জয়কে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে

আনা হয়। এরপর জয়ের পরিবার দৌলতপুর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নং-৩১, তারিখ-১৯/১০/২০২২ ইং।

ইউক্রেনে ইন্টারনেট সেবা চালু রাখছেন ইলন মাস্ক

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবার চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্পেসএক্সের মালিক ইলন মাস্ক। গত শুক্রবার (১৪ অক্টোবর) ইউক্রেনে এই পরিষেবা চালু রাখতে অপারগতা জানানোর পর পেন্টাগন তার সঙ্গে আলোচনায় বসে। এরপর রোববার (১৬ অক্টোবর) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক। ফাইনাসিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

এ বিষয়ে এক টুইটার পোস্টে মাস্ক জানান, যদিও স্টারলিংক এই মুহূর্তে লোকসানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য সংস্থা করদাতাদের কাছ থেকে কোটি কোটি মার্কিন ডলার পাচ্ছে, এরপরেও তারা ইউক্রেন সরকারকে বিনা মূল্যেই ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এরআগে মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স সেপ্টেম্বর মাসে পেন্টাগনকে এক চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে, তারা ইউক্রেনের স্টারলিংকের ইন্টারনেট পরিষেবায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য চালিয়ে যেতে পারবে না। মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রতি মাসে কয়েক মিলিয়ন ডলার সাহায্য না করলে তাদের ইউক্রেনে সেবা দেওয়া বন্ধ করতে হতে পারে।

এদিকে মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, স্টারলিংক তাদের মূল নেটওয়ার্কের জন্য অর্থায়নের বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিহত করতে ইউক্রেনের অনলাইন ব্যবস্থায় স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে জানা গেছে। গত সপ্তাহে ইলন মাস্কের দেওয়া এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, স্পেসএক্স এ পর্যন্ত ইউক্রেনকে ২৫ হাজার ‘গ্রাউন্ড

টার্মিনাল’ দিয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এরআগে টুইটারে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কিত অযাচিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিসহ ইউক্রেনের অন্যান্য নাগরিকের নিন্দার শিকার হওয়ায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইলন মাস্ক। কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে পেন্টাগনের সঙ্গে আলোচনার পর ইলন মাস্ক তার সিদ্ধান্ত আবার পরিবর্তন করেন।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

“দুর্যোগ আগাম সতর্কবার্তা,সবার জন্য কার্যব্যবস্থা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে র্যালী ও আলোচনা সভা মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় গাংনী উপজেলা সভাকক্ষে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী এর সভাপত্বিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-০২(গাংনী)আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক,গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী, সাংবাদিক, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা, এই প্রতিবাক্য কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। ঝুঁকি সচেতনতা ও দুর্যোগ হ্রাসের বৈশ্বিক সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একদিনের ডাকে ১৯৮৯ সালে দুর্যোগ নিরসনে আন্তর্জাতিক দিবস শুরু হয়। যা প্রতিবছর ১৩ ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বজুড়ে মানুষ এবং জাতিসমূহ কিভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় এবং তারা যে ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করে তা জোরদার করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে আগাম বার্তা ও সম্মিলিত উদ্যোগ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশবাসীকে প্রস্তুতি নিতে এবং মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)’র বাস্তবায়নে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পি আই ও মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আর ডি সি শেখ রাসেল আহম্মেদ। এসময় তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন দুর্যোগ মানেই ছিল ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সরকারের গৃহীত নানা অগ্রিম সচেতনতামূলক পদক্ষেপের কারণে দুর্যোগে বাংলাদেশ ক্ষয়ক্ষতি আগের থেকে বহুলাংশে কমেছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলের আরো অধিক সতর্ক অবস্থানই পারে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দেশকে আগামী দিনগুলোতে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সাব অফিসার নাসির উদ্দিন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকী সালাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন-অর-রশিদ, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা আইসিটি প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসের সিএ ফয়জুল করিম সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

র্যালী আলোচনা সভা ও মহড়ার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরের পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস।

“দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা’ এই প্রতিপাদ্যে কে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর উপজেলায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বাড়াতেই সরকারের এই উদ্যোগ।

এ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এ মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছত্রীদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স এর ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক মহড়া প্রদর্শিত হয়।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস। উপজেলা নির্বাহী অনিমেস বিশ্বাসের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা শাজাহান ও মোস্তাফিজুর মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলী হোসেন সহ স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

এসময় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা-গেদে স্থলপথে ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব বঞ্চিত সরকার

মহামারী করোনার কারণে ২০২০ সালে ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ হওয়ার পর আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথ দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্ট যাত্রীরা ভারতে যাতায়াত করতে পারছেন না। এতে ১৪/১৫টি জেলা শহরের মানুষ যেমন ভোগান্তিতে পড়েছেন, তেমনি গত আড়াই বছরে এই বন্দর থেকে সরকার প্রায় ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে।

করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়ায় ২০২০ সালের ২৬ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি এবং স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ট্যুরিস্টসহ সকল ভিসার পাসপোর্ট যাত্রীদের যাতায়াত পুরোপুরি স্থগিত করা হয়। কিছুদিন পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথে ভারত থেকে মালামাল আমদানি শুরু হয়।

২০২১ সালের ১৭ মে থেকে ভারতে আটকাপড়া বাংলাদেশীদের দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনার একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুধুমাত্র মেডিক্যাল ও বিজনেস ভিসায় দর্শনা-গেদে হয়ে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবে বলে পুলিশ জানায়। সব শেষে চলতি বছরের ২৯ মে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনের মাধ্যমে চলাচল শুরু করলেও অদ্যবদি দর্শনা-গেদে স্থলপথে বাংলাদেশীদের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হয়নি।

কুষ্টিয়ার আড়ুয়া পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা পাসপোর্ট যাত্রী দর্শনা চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানালেন, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী,

চুয়াডাঙ্গাসহ এ অঞ্চলের ১৪/১৫টি জেলার মানুষ ট্যুরিস্ট ভিসায় দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাতায়াত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে বেনাপোল-হরিদাসপুর দিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

এতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। যাতায়াত খরচ লাগছে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। তিনি জানালেন, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুরসহ আশপাশের জেলা থেকে দর্শনা চেকপোস্টে আসতে খরচ হয় মাত্র ৫০ থেকে ৮০ টাকা। আর দর্শনা থেকে ভারতের গেদে রেলস্টেশনে হেঁটেই যাওয়া যায়। সেই হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে যশোরের ভাড়া একশ’ টাকা, যশোর থেকে বেনাপোলের ভাড়া ৫০ টাকা আর বেনাপোল থেকে ভারতের বনগাঁও রেলস্টেশনে পৌঁছাতে জনপ্রতি খরচ হয় দেড়শো টাকা।

দর্শনা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা জানান, ২০২১ সালের ১৭ মে মেডিক্যাল বিজনেস ভিসা চালু হলেও গত ৫ ডিসেম্বরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ভারতীয়রা সব ভিসায় দর্শনা স্থলপথে যাতায়াত করছে। দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক জানান, আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী দুই দেশের নাগরিকদের জন্য দুই রকম নিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

দর্শনা সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হাবু জানান, দর্শনা-গেদে স্থলপথে ২০২০ সালের আগে প্রতিদিন এক হাজার থেকে ১২ শ’ পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করতেন। সেই হিসেবে প্রতিদিন চার-পাঁচ লাখ টাকা অর্থাৎ ৩০ মাসে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হয়েছে। তা ছাড়া দর্শনা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ১০৭ কিলোমিটার।

দর্শনা কাস্টমস সুপার শুভাশীষ কুণ্ডু জানান, কোভিডের আগে এ পথে প্রতিদিন রমরমাভাবে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতেন। বাংলাদেশীদের জন্য এ পথে ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হলে আগের মতোই পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করবেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু জানান, শিগগিরই দর্শনা-গেদে স্থলপথে ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি লোকমোর্চা ও দর্শনা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে।

চুুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান জানান, এ বিষয়ে

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফা ভোট ৩০ অক্টোবর

ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে সর্বশেষ জনমত জরিপগুলোতে লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা প্রথম রাউন্ডে বিরাট ব্যবধানে জিততে যাচ্ছেন— এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

তবে অপ্রত্যাশিত শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে প্রতিদ্বন্দ্বী জাইর বলসোনারো তা ভুল প্রমাণ করেছেন।

ফলে লুলা না বলসোনারো, কে হবেন ব্রাজিলের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট তা নির্ধারিত হবে রানঅফ বা দ্বিতীয় রাউন্ডের ভোটে।

দেশটির নির্বাচন কর্তৃপক্ষ রোববার জানিয়েছে, ৩০ অক্টোবর রানঅফ ভোট নেওয়া হবে। খবর রয়টার্সের।

ব্রাজিলের জাতীয় নির্বাচনি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ৯৫ শতাংশ ভোট গণনার পর দেখা গেছে ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট লুলা, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বলসোনারো পেয়েছেন ৪৩ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট।

কোনো প্রার্থীই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় নির্বাচন দ্বিতীয় রাউন্ডে গড়াচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ফুটবল মাঠে পদদলিত হয়ে নিহত বেড়ে ১৭৪

ইন্দোনেশিয়ায় একটি ফুটবল ম্যাচে দর্শকদের দুই গ্রুপের মারামারির জের ধরে পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসে পালাতে গিয়ে ভিড়ের চাপে ও পায়ের নীচে পিষ্ট হওয়ার ঘটনায় সিহত বেড়ে ১৭৪ জনে দাাঁড়িয়েছে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ১৮০ জনের বেশি দর্শক। খবর এনবিসির।

পূর্ব জাভা প্রদেশে শনিবার রাতের অনুষ্ঠিত ফুটবল ম্যাচটিতে স্বাগতিক দল পরাজিত হওয়ার পর এটির সমর্থকরা মাঠে নেমে আসলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় মালাং শহরে ফুটবল খেলায় হারজিত নিয়ে এ সংঘর্ষ হয়। মালাং স্টেডিয়ামে আরেমা এফসি ও পেরসেবায়া সুরাবায়া নামের দুটি ফুটবল ক্লাবের মধ্যে খেলা চলছিল।

খেলায় আরেমাকে ৩–২ গোলে হারায় পেরসেবায়া। দুই দশকের বেশি সময়ের মধ্যে পেরসেবায়ার কাছে এই প্রথম কোনো ম্যাচে হারল আরেমা।

খেলা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে আরেমা দলের সমর্থকরা মাঠে নেমে আসার পর তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে।

এর ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিছু মানুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং নিরীহ লোকজন প্রাণভয়ে দিগ্বিদিগ ছুটতে থাকে।

এ সময় ভিড়ের চাপে বহু মানুষ মাটিতে পড়ে যায় এবং তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া সরকার।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সাবিনাদের শিরোপা জয়

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেরা ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।

সোমবার নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জয় করে বাংলাদেশ। এনিয়ে পাঁচবার সাফের ফাইনালে খেলে শিরোপা হাতছাড়া করে নেপাল।

১৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দশরথের গ্যালারি ছিল কাণায় কাণায় পূর্ণ। গ্যালারিতে নেপালি সমর্থকদের আধিপত্য। নেপালে থাকা বাংলাদেশি সমর্থকরা সংখ্যায় কম হলেও এসেছেন সাবিনা-কৃষ্ণাদের জন্য গলা ফাটাতে।

ম্যাচ শুরুর ঘণ্টা দুয়েক আগে ভারি বৃষ্টিতে মাঠ হয়ে যায় কর্দমাক্ত। ফলে দুই দলেরই সমস্যা হয় বলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে। তারপরও শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় বাংলাদেশ।

ডান পায়ের চোট থাকায় সিরাত জাহান স্বপ্না খেলতে পারছেন না। তার অপরিবর্তে খেলছেন শামসুন্নাহার জুনিয়র। ১৪ মিনিটে তার দুর্দান্ত গোলে আনন্দে ভাসে বাংলাদেশ।

সানজিদা খাতুনের শট এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে পেয়ে যান মনিকা। একজনকে কাটিয়ে বাইলাইনের একটু উপর থেকে তিনি ক্রস বাড়ালেন বক্সে, শামসুন্নাহারের দুরন্ত ফ্লিকে জাল খুঁজে পায়। টুর্নামেন্টে নেপালের জালে এটাই প্রথম গোল।

গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে নেপাল। মাঝমাঠে মারিয়া-মনিকার নিয়ন্ত্রণে একটু টান পড়ে; ফলে বাংলাদেশের রক্ষণে চাপ দিতে থাকে স্বাগতিকরা। কিন্তু পোস্টের নিচে রুপনা ছিলেন দারুণ ক্ষিপ্র, বিশ্বস্ত। ২৩তম মিনিটে অনিতার শট প্রথম দফায় আটকে দ্বিতীয় দফায় গ্লাভসে নেন তিনি।

৩৪তম মিনিটে আবারও রুপনার ঝলক। বক্সের বাইরে অনিতার ছোট ফ্রি কিকে দিপা সাশির শট ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান গোলরক্ষক। এই কর্নার থেকে ডিফেন্ডারদের দৃঢ়তায় বেঁচে যায়

বাংলাদেশ। গোললাইন থেকে বিপদমুক্ত করেন ডিফেন্ডাররা।

৪১তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণের উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের ভুলে বল পেয়ে অধিনায়ক সাবিনা পাস বাড়ান কৃষ্ণার উদ্দেশে। প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটু এগিয়ে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই ফরোয়ার্ড।

দ্বিতীয়ার্ধে স্বাগতিক নেপাল অত্যন্ত চাপে রাখে বাংলাদেশকে। সেই চাপের ধারাবাহিকতায় ৭০ মিনিটে আনিতা বেসন্ত নেপালকে গোল করে ম্যাচে ফেরান। সংঘবদ্ধ এক আক্রমণে বক্সের মধ্যে প্রবেশ করে কোনাকুনি শটে রুপনা চাকমাকে পরাস্ত করেন।

নেপাল আরও এক গোল দিয়ে সমতা আনার চেষ্টা করছিল। সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড কৃষ্ণা রাণী সরকার গোল করে বাংলাদেশকে জয়ের সুবাতাস দেন। ৭৭ মিনিটে মিডফিল্ড থেকে পাওয়া থ্রুতে তিনি আগুয়ান গোলরক্ষককে দারুণভাবে পরাস্ত করেন। কৃষ্ণার এই গোলেই বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।